যুগান্তর

তারিখ 03 NOV 2013
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

সুন্দরগঞ্জের জামালহাট বালিকা বিদ্যালয়

সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের জামালহাট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ছাত্রীদের লেখাপড়া সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকিতে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির প্রধানসহ শিক্ষক, ছাত্রী ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরাও চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সন্ত্রাসীরা ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়টির জমি অবৈধভাবে দখলের অপতৎপরতা চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে সুন্দরগঞ্জ থানা এবং গিদনির সহকারী জজ আদালতে একাধিক মামলা দায়েরসহ বিভিন্ন দফতরে অভিযোগ দিলেও কোনো প্রতিকার মেলেনি। শনিবার গাইবান্ধা প্রেস ক্লাবে বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই অপতৎপরতা রোধ এবং ওই প্রশাসনের মধ্যে অভিযুক্ত চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে তদন্ত প্রক্রিয়া দাবি জানানো হয়। বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জমেদ তার লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন, গত এপ্রিল মাসে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির নির্বাচনে এলাকার মনু মিয়া ও তার সহযোগীরা পরাজিত হয়। এরপর তারা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পূরণ চন্দ্র [illegible] করে। এরপরেই বিদ্যালয়ের স্বীকৃত প্রতিটি নির্বাচন বন্ধ করার মনু মিয়া ও তার সহযোগীরা বিদ্যালয় বরাদ্দ ৪ শতাংশ জমি বেআইনিভাবে নিজেদের দাবি করে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীকালে তারা ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। প্রধান শিক্ষক চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ২৬ আগস্ট সন্ধ্যায় প্রধান শিক্ষকের বাসগৃহ বাজারে ওকুবের দোকানে সন্ত্রাসীরা হামলা চালায় এবং তাকে অবরুদ্ধ করে রাখে। এতে বাধা দিলে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আবদুল হালিম মিয়াসহ দুজনকে মারধরে গুরুতর আহত করে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক ও কমিটির সদস্য আবদুল হালিম বিয়া সুন্দরগঞ্জ থানা এবং সুন্দরগঞ্জ সিনিয়র জজ আদালতে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই সন্ত্রাসীরা ২৫ অক্টোবর রাতে হালিম মিয়ার একটি গাড়ি ও গাবতলীর দোকানে [illegible] করে। [illegible] ঘটনার জের ধরে সন্ত্রাসীরা প্রধান শিক্ষককে মামলা প্রত্যাহার ও চাঁদা প্রদানের হুমকি দিতে থাকে। এরপর ২৯ অক্টোবর বেলাকজন সন্ত্রাসী প্রধান শিক্ষক পূরণ চন্দ্র মহাশয়কে গাইবান্ধা শহরে অপহরণ করে নিজের [illegible]।